তারিখ 14 · 4 · JUN · 2015
পৃষ্ঠা 6 কলাম 4

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিক্ষা তো পণ্য নয়

শিবলী নোমান

একটি দেশের সাধারণ মানুষ যেসব বিষয়কে তার মৌলিক অধিকার হিসেবে গণ্য করে এবং রাষ্ট্র তার নাগরিকদের যেসব বিষয়ে সর্বোচ্চ সহায়তা করার কথা বলে তার অন্যতম হলো শিক্ষা। ঐসব কারণেই নরওয়ে বা ফিনল্যান্ডের মতো 'ওয়েলফেয়ার স্টেট'গুলোতে শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার বিবেচনা করে অন্যান্য মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ অবৈতনিক করা হয়েছে দীর্ঘদিন আগে থেকেই। একইভাবে বাংলাদেশেও শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনের কারণে প্রতিবছরই এ খাতে নতুন নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও আধুনিক মান সংযোজন করা হচ্ছে। বৃত্তি, উপবৃত্তি, অবৈতনিক শিক্ষা, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রভৃতি সংযোজন করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি দেশের একটি বড় অংশের জন্যে। কিন্তু আমাদের উচ্চশিক্ষার দিকটি এখনো বিকশিত হতে পারছে না। বিকশিত হতে পারছে না বলেই বিশ্বের প্রধানতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই, একই কারণে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী প্রতিবছর বিদেশে চলে যাচ্ছে পড়ালেখা করে ক্যারিয়ার গড়তে। কিছুদিন আগেও উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশে যাওয়ার আরেকটি কারণ ছিল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পর্যাপ্ত আসন না থাকা। তাই যাদের টাকা ছিল তারা চলে যেত দেশের বাইরে, কিন্তু শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ একই কারণে হতাশ হয়ে পড়ত শিক্ষাজীবনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যপূরণ করতে না পেরে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র আসন সংকটকে বিবেচনা করেই ১৯৯২ সালে বাংলাদেশে প্রণীত হয় 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২' (২০১০ সালে রহিত ও পুনঃপ্রবর্তিত)। এই আইনের ভিত্তিতেই দেশের ভিতর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে, যদিও আইন প্রণয়নের আগেই দেশে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দ্বারা স্বীকৃত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৫টি। বেসরকারি বিনিয়োগে এসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং প্রণীত আইনে শিক্ষার্থীদের বেতন বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় প্রতিবছরই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালগুলোতে বিভিন্ন খাতের কথা বলে বেতন বৃদ্ধি করার অভিযোগ রয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে যাই মনে হোক না কেন আর শিক্ষার মান নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক, একথা অবশ্যই মানতে হবে যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বড় অংশটি হলো আমাদের দেশের সাধারণ পরিবারের সন্তান, যারা বাধ্য হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। এসব পরিবারকে অনেক কষ্ট করে সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে নিতে হয়। আর বছর বছর বেতন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবান্ধব কর্তৃপক্ষের অভাবে সর্বদাই নিগ্রহের শিকারও হতে হয় তাদেরকেই।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্যে প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে মোট বাজেটের ১০.১৩ শতাংশ। এই বরাদ্দটি পর্যাপ্ত কি না সেটি নিয়ে আলাদা বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু এবারের বাজেটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা হলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপর শতকরা ১০ ভাগ মূল্য সংযোজন কর আরোপের প্রস্তাব, যার ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখার খরচ আরো বাড়বে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মূল্য সংযোজন কর যা ভ্যাট নামে সুপরিচিত, তা হলো এমন এক কর যা যে কোনো ব্যবসায়ের মাধ্যমে সৃষ্ট মূল্য সংযোজনের উপর আরোপ করা হয়। পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানি ও পরিষেবার উপর এই কর আরোপ করা হয় এবং বিশ্বব্যাপী ক্রেতা বা ভোক্তাদেরকেই এই কর প্রদান করতে হয়। তাই একথা নিশ্চিত যে বাজেটে প্রস্তাবিত এই ভ্যাট শিক্ষার্থীদেরকেই দিতে হবে। তাছাড়া আরো বড় বিষয় হলো, বিশ্বব্যাপী ভ্যাট আরোপ করা হয় ব্যবসার ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন পণ্যের উপর। শিক্ষা কি তাহলে ব্যবসা আর পণ্য হয়ে গেল আমাদের দেশে? শিক্ষা আমাদের মৌলিক অধিকার, শিক্ষা কোনো পণ্য নয়। প্রস্তাবিত ভ্যাট আরোপ করা হলে শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে নাহলে আশঙ্কা থাকবে শিক্ষার মানের অবনতির। এর যে কোনোটিই আমাদের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। তাই ভ্যাট আরোপের এই প্রস্তাব কতটা যৌক্তিক তা গুরুত্বসহকারে পুনর্বিবেচনা করা উচিত।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়